বিবাহ-শাদী

এবং

বেকারত্ব দূরীকরণ

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ
রিশ্‌তানাতা বিভাগ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

প্রকাশকাল (বুকলেট আকারে) ঃ
মহররম - ১৪২২ হিজরী
চৈত্র - ১৪০৭ বঙ্গাব্দ
মার্চ - ২০০১ ইসাব্দ

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ২০০০ (দুই হাজার) কপি

মুদ্রণে ঃ ইন্টারকন এসোসিয়েটস্‌
মতিঝিল, ঢাকা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

বিবাহের গুরুত্ব মানবজীবনে অপরিসীম। তাই হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন বিবাহের মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হয়। এই সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ নিজের মানবীয় বৃত্তিগুলির পূর্ণতা সাধন করে। বিবাহ মানুষকে সংযমী, দায়িত্বশীল ও পবিত্র জীবন যাপনের জন্য সোপানের ভূমিকা পালন করে। অবিবাহিত জীবন মানুষকে তার মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের পথে অন্তরায়। এর ফলে মানুষ ধীরে ধীরে উচ্ছৃঙ্খল ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হয়ে পড়ে।

সারা বিশ্বে বিবাহ পরিস্থিতি এক জটিল সমস্যায় পরিণত হয়েছে। যার ফলে সমাজ অধঃপতিত হচ্ছে, নারী নির্যাতন বেড়ে চলেছে এবং নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আজকাল আমাদের জামাতেও এ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে পিতা-মাতা নিজ সন্তানদের বিবাহ দিতে পারছেন না। এমন আহমদী আছেন যারা নিজের ছেলেকে বিয়ে না দিয়ে শুধু নিজের মেয়ের বিয়ের চিন্তা করেন। এতে অনেক ছেলে অবিবাহিত থেকে যাচ্ছে। এবং অবিবাহিত মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

সম্প্রতি এ বিষয়ের উপরে হুযূর (আইঃ) খুতবা দিয়েছেন। এবং সারা বিশ্বের জামাতগুলিকে বিবাহ-শাদীর সমস্যার সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলেছেন। এ বিষয়ের উপর হুযূর (আইঃ)-এর দেয়া দু'টি খুতবার অনুবাদ করেছেন মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে এবং এ পুস্তিকা প্রকাশের কাজে যাঁরা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকেও উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। জামাতের সদস্যদের তরবিয়ত ও উপকারার্থে খুতবা দু'টি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হলো।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ঢাকা ঃ ৩০ মার্চ, ২০০১ইং

এক

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর বলেন ঃ আজকের খুতবার জন্য কোন নোট প্রস্তুত করে আনি নি। বেশী সময় দাঁড়াতে গেলে আমার পায়ে দুর্বলতা বোধ হয় অথচ চলাফেরা করতে অসুবিধা হয় না। আজ আপনাদেরকে একটি স্বপ্নের বিবরণ শোনাব যার মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলা আমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। আজকের খুতবার জন্য এটাই যথেষ্ট হবে।

আমার মনে চিন্তা ছিল যে, আমার ব্যস্ততাকে বাড়ানোর প্রয়োজন। চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে মির্যা গোলাম আহমদকে দেখলাম। মির্যা গোলাম আহমদ যিনি খুরশীদ আহমদের ছোট ভাই। [মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সর্ব প্রথম পুত্র হযরত মির্যা সুলতান আহমদ মরহুমের ছেলে হযরত মির্যা আযীয আহমদ (রঃ)-এর সুযোগ্য সন্তান – অনুবাদক] আমি যখন তফসীরে সগীর-এর উপর পূর্ণ দৃষ্টি দিচ্ছিলাম তখন মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব আমাকে সম্পূর্ণ নতুন অনুবাদ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। নতুন অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। স্বপ্নে দেখলাম মির্যা গোলাম আহমদ আমাকে বলেছেন, "দু'টি বড় কাজে আপনার সাহায্য আমাদের বড় প্রয়োজন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ কাজ দু'টি কী কী? তিনি বললেন, (১) প্রথমত; রিশ্তানাতা যেদিকে ইতঃপূর্বে যথেষ্ট দৃষ্টি দেয়া হয় নি। অনেক বিবাহযোগ্যা কন্যা অবিবাহিতা বসে আছে। অপর দিকে অনেক বিবাহযোগ্য যুবক পসন্দমত মেয়ে পাচ্ছে না। পাকিস্তানে অনেক নিরহংকার ভাল ছেলে আছে যারা ভাল ভাল পেশার সুযোগ পেলে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারবে। যদি আমাদের ইংল্যান্ডের মেয়েরা (পাকিস্তানী এসব যুবকের সাথে) বিয়ের প্রস্তাবে নাক না সিট্কায় তবে উভয় পক্ষের জন্য মঙ্গল হতে পারে। দ্বিতীয় সমস্যা বেকারত্বের সমস্যা। বেকার যুবকদের কোন না কোন কাজে নিয়োগ করা প্রয়োজন। এ দিকেও খুব কম দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। অনেক শিক্ষিত যুবক বেকার বসে আছে। কাজ পাচ্ছে না। অথবা তারা এমন দেশে বসবাস করে যেখানে ধর্মীয়

কারণে তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এমন যুবকদের যদি বিদেশে বিয়ের ব্যবস্থা করা যায় তবে এতে করে উভয় সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। বাইরের দেশে যারা রয়েছে এবং পাকিস্তানে আমাদের যারা বেকার উভয় পক্ষের সমস্যার সমাধান হতে পারে।"

হুযূর (আইঃ) বলেন, বিষয় দু'টো এমন যে, আল্লাহ্‌তাআলা আমার প্রশ্নের উত্তর এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। এটি আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে ইংল্যান্ডের আমীর সাহেবের পরামর্শ নিব যিনি এ সমস্ত কাজে খুবই অগ্রগামী এবং অনেক বড় সেবার কাজে নিয়োজিত আছেন। অন্যান্য যারা অভিজ্ঞ, উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ আছেন তাদের মতামত নিয়ে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে যারা উপর আমার নির্দেশে কাজ হবে। এ বিষয়ে শীঘ্রই পরিকল্পনা প্রস্তুত করে জামাতের সামনে রাখা হবে।" *(১৫ ডিসেম্বর, ২০০০ইং তারিখ, মসজিদে ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা। দৈনিক আল্ ফযল, রাবওয়াহ্ ১৯ ডিসেম্বর, ২০০০ইং)*

অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

দুই

তাশাহ্‌হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) সূরা রূমের ২২নং আয়াত পাঠ করে খুতবা এরশাদ করেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

অর্থাৎ ঃ এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে এটিও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হ'তে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়ামায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

তারপর বিয়ের পূর্বে ও পরে নিম্নোক্ত দোয়া করতে থাকা উচিত–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا۝

অর্থাৎ "আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদিগকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও" (সূরা ফুরকান ঃ ৭৫)।

অতএব এ দোয়া এমন যে, সব সময়ই পড়তে থাকা উচিত।

তারপর এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

আঁ হযরত (সঃ) এরই এরশাদ ও হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ

"সাধারণতঃ চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কোন মেয়েকে বিয়ে করা হয়ঃ ১। তার ধন-সম্পদের দিকে, ২। তার বংশ-গৌরবের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ৩। তার সৌন্দর্যের ভিত্তিতে ও ৪। তার ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখে।"

এখানে আঁ হযরত (সঃ) নসীহত করেছেন – "তোমরা ধর্মানুরাগী মহিলাকে বিয়ে কর, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন।"

হযরত মুত'ইম বিন ইয়াসার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে এসে বলল, 'এমন এক মহিলার বিয়ের প্রস্তাব আমি পেয়েছি, যার উচ্চ বংশ মর্যাদা আছে কিন্তু সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা নেই। আমি কি তাকে বিয়ে করব?'

এখানে মহিলার বংশ মর্যাদার কারণে সে বিয়ে করতে চাচ্ছিল। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, না। পুনরায় সে অনুমতি নিতে এসেছিল; কিন্তু হুযূর (সঃ) নিষেধ করে দিলেন। তারপর আবার অনুমতি চাইতে আসলে আঁ হযরত (সঃ) তারপরও নিষেধ করে দিয়ে বললেন, এমন মহিলাকে বিয়ে কর, যে বেশী সন্তানের জন্ম দিতে পারে এবং স্বামীকে খুব ভালবাসে। আমি তোমাদের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে যাচ্ছি।"

এখানে প্রশ্ন এই যে, কীভাবে বোঝা যাবে যে, কোন্ মেয়ে বেশী সন্তান জন্ম দিবে? উত্তর এই যে, তার মা-বোনদের অবস্থা দেখে অনুমান করা

যায়। যার মা-বাবার বেশী সন্তান-সন্ততি তার কাছ থেকেও বেশী সন্তানের আশা করা যায়। কোন্ মহিলারা স্বামী ভক্ত হয় - তার মা-বোনদের অবস্থা দেখে অনুমান করা যায়।

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তবে পৃথিবীতে সবচে' বেশী উপকারী হচ্ছে ধর্মপরায়ণা পুণ্যবতী স্ত্রী (সুনানে নাসায়ী)।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের বিয়ের জন্য কোন মেয়েকে নির্বাচন করতে চাইবে, সম্ভব হলে সে যেন ঐ মেয়ে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে নেয়।"

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি যখন বিয়ের জন্য মেয়ের খোঁজে ছিলাম তখন গোপনে ঐ মেয়ে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছিলাম, তারপর বিয়ে করেছিলাম (আবূ দাউদ, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

আমাদের মধ্যেও বিয়ের পূর্বে মেয়েদের সম্পর্কে জামাতের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে অবশ্যই খোঁজ-খবর নিয়ে নেয়া উচিত যে, মেয়ে কী রকম হবে।

হযরত মুগীরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি কোন মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। আঁ হযরত (সঃ) তাকে বলেছিলেন, "আগে মেয়েকে দেখে নিবে। কারণ দেখার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বেশী।"

আমাদের সমাজেও এটাই নিয়ম। পর্দার বিষয় অবশ্যই পালনীয়। কিন্তু মেয়েকে দেখাও প্রয়োজন। অপরিচিত পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব হ'লে মা-বাবার উপস্থিতিতে মেয়েকে দেখার অনুমতি আছে। যেমন বাসায় খাবার টেবিলে বসে দেখা যেতে পারে। এতে কোন বাধা নেই। এটাই আঁ হযরত (সঃ)-এর নসীহত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একজন মহিলা আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে এসে অভিযোগ করলেন, তার পিতা-মাতা তার বিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এ বিয়েতে তার মত ছিল না। আঁ হযরত (সঃ) ঐ মহিলাকে অধিকার দিলেন, যদি সে বিয়ে কায়েম রাখতে চায় তাহলে রাখতে পারে, নতুবা বিয়ে বাতিল করে দিতে পারে।"

আমাদের জামাতেও আল্লাহ্‌র ফযলে এটাই রীতি। যদি কোন মেয়ে অভিযোগ করে যে, তার পিতা-মাতা তার অমত সত্ত্বেও তাকে বিয়ে দিতে চান; যেখানে তার মত নেই, আমি তৎক্ষণাৎ বিষয়টি ইসলাহ ও ইরশাদ বিভাগের নিকট সোপর্দ করি, গিয়ে সঠিক অবস্থা অবগত হয়ে যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যদি মা-বাবা ভুল করে থাকে তবে তাদের বুঝিয়ে বলে মেয়েকে এমন বিয়ে থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। আর যদি মেয়ের ভুল থাকে তবে মেয়েকে বুঝিয়ে বিয়ে দেয়া হয়ে থাকে।

আল্লাহ্‌র ফযলে এমন ঘটনা যেখানেই দেখা গিয়েছে জামাতি মধ্যস্থতার মাধ্যমে তার খুব ভাল সমাধান এবং ভাল ফলাফল পাওয়া গেছে। হয় মা-বাবা ভুল বুঝতে পেরে মেয়ের মতামতের সাথে একমত হয়েছেন নতুবা মেয়ে ভুল বুঝতে পেরে মা-বাবার সিদ্ধান্ত সানন্দে গ্রহণ করেছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে জানতে চেয়েছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! কুমারী মেয়েরাতো লজ্জার কারণে মতামত প্রকাশ করতে পারে না। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "কুমারীরা বিয়ের প্রস্তাবে যদি চুপ করে থাকে তবে এটাই তাদের সম্মতি বলে ধরে নিতে হবে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, আমাদের সমাজে এটি একটি মন্দ প্রথা যে, ভিন্ন বংশের মেয়ে বিয়ে করতে পসন্দ করে না। এমন কি অন্য বংশে মেয়ের বিয়ে দিতেও চায় না। এটা সরাসরি অহংকার ও আত্ম-গৌরবের পরিচায়ক এবং শরীয়তের বিধানের বিপরীত। বনী আদম **সকলেই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। বিয়ের জন্য সৎ ও সুপুরুষ হওয়াই যথেষ্ট।** হ্যাঁ, বড় কোন আপত্তির কারণ যেন সাথে না থাকে যার কারণে দাম্পত্য জীবনে ভয়ানক অসুবিধা হতে পারে। স্মরণ রাখা উচিত, ইসলাম ধর্মে বংশের বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। তাকওয়া এবং ভদ্রতার প্রয়োজন। আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে-ই বেশী সম্মানীত যে বেশী তাকওয়াপরায়ণ' (সূরা হুজুরাত ঃ ১৪)।

এক পরিবার সৈয়্যদ অন্য পরিবার সৈয়্যদ নয় এমন পরিবারের মধ্যে বিয়ে করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

একবার এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সামনে প্রশ্ন করেছিলেন, সৈয়্যদ বংশের মেয়ের সাথে অ-সৈয়্যদ ছেলের বিয়ে দেয়া

জায়েয হবে কিনা? তিনি (আঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন শরীফে বলে দিয়েছেন কাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ।

সেখানে একথা উল্লেখ করা হয় নি যে, মু'মিন পুরুষের বিয়ে সৈয়্যদ বংশের মেয়ের সাথে নিষেধ। **অধিকন্তু বিয়ের জন্য তাই পুণ্যবতী মহিলার অনুসন্ধান করা উচিত**। এদিক থেকে সৈয়্যদ পরিবারের মেয়েরা যদি তাকওয়াশীলা হন তবে তারাই মু'মিনদের জন্য বেশী পসন্দনীয়।

এবার 'কুফব্' (সমগোত্র বা মর্যাদা)-এর প্রশ্ন। 'কুফব্'-এর বিষয়টি জটিল বিষয়। সুতরাং গভীর মনোযোগ সহকারে বুঝা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ এক আহমদী নিজ কন্যার বিয়ে নিজ বংশের বাইরে দিতে চায় অথচ নিজ বংশে মেয়ের 'কুফব্' অনুযায়ী ছেলের প্রস্তাব আছে। বাইরে যেখানে দিতে চায় সেখানেও 'কুফব্' মোতাবেক হবে এবং নিজ বংশে যে প্রস্তাব আছে সেখানেও 'কুফব্' মোতাবেক হবে।

হযরত (আঃ) বললেন, যদি সবদিক থেকে পসন্দ মত 'কুফব্'-এর প্রস্তাব নিজ বংশের মধ্যেই থাকে তবে নিজ বংশের প্রস্তাব গ্রহণ করাই সমীচীন হবে। কিন্তু বিষয়টি এমন জরুরী নয়। প্রত্যেক অভিভাবক নিজ সন্তানের জন্য ভাল-মন্দের চিন্তা করতে পারেন এবং বুঝতে পারেন।

আমাদের সমাজে বর্তমানকালে রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বিধবা আজীবন বিয়ে করে না। অথচ এটা আঁ হযরত (সঃ)-এর সুন্নত এবং নির্দেশের বিপরীত কথা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায় অথচ স্ত্রী এখনও যুবতী হয়েও পুনঃ বিবাহকে এমন গর্হিত কাজ মনে করে যেন কোন বড় পাপের কাজ। সারা জীবন সে বিধবা থেকে একাকীত্বের জীবন যাপন করে মনে করে যে, সে বড় পুণ্যের কাজ করেছে। **অথচ এমন স্ত্রীলোকের জন্য বৈধব্যের জীবন বড় গুনাহ্'র কথা।**

বিধবা স্ত্রীলোকদের জন্য পুনর্বিবাহ করা বড়ই পুণ্যের কাজ। এমন স্ত্রীলোক প্রকৃতপক্ষে বড় পুণ্যবতী এবং আল্লাহ্‌র ওলী, যে সমাজের কটূক্তির ভ্রুক্ষেপ না করে পুনর্বিবাহ করে ঘর সংসার করে। মলফূযাতে উল্লেখ আছে যে, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে প্রশ্ন করা হয় ঃ

এক আহমদী মেয়ে, যার পিতা-মাতা অ-আহমদী, সে আহমদী এক ছেলের সাথে বিয়ে করতে চায়। অপরদিকে পিতামাতা অ-আহমদী ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু মেয়ে সে প্রস্তাবে রাজী নয়। এমন দ্বিমত পোষণের কারণে মেয়ের বিয়ে বাধা পড়ে থাকে এবং এভাবে মেয়ের বয়স ২২ বছর হয়ে যায়। তারপর মেয়ে তার মা-বাবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে আহমদী ছেলের সাথে নিজেই বিয়ে করে ফেলে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এ বিয়ে বৈধ হয়েছে কিনা? তিনি (আঃ) বলেছেন, "বিবাহ বৈধ হয়েছে।"

দেখুন ঐ যুগে মেয়ের বয়স ২২ বছর, অনেক বড় বেশী বয়স মনে করা হোত! অথচ আজকাল ৩০/৩৫ বছর হয়ে যাচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে।

এমন অবস্থায় যখন মেয়ে আহমদী, যার মা-বাবা অ-আহমদী, সেক্ষেত্রে একজন আহমদী মেয়ের অভিভাবক বা ওলী হবেন কোন আহমদী অথবা জামাতের আমীর, এমতাবস্থায় বিবাহ জায়েয হবে।

বিবাহ-শাদী সংক্রান্ত কতিপয় পরামর্শ ও প্রস্তাব আপনাদের সামনে তুলে ধরছি ঃ এমন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যাদের বিয়ের বয়স আছে, তাদের বিয়ের জন্য বলা উচিত। হ্যাঁ, যদি এমন মহিলার বেশী বয়স হয়ে গিয়ে থাকে তবে আবশ্যক নয়।

যে সকল যুবক বিদেশে বিয়ে করতে চায় তারা যেন উচ্চ প্রযুক্তি বা টেকনিক্যাল ট্রেনিং গ্রহণ করে। বিশেষ করে কম্পিউটারে বি,এস,সি বা এম, এস, সি হওয়া প্রয়োজন।

বিগত কিছুদিন থেকে আমি বিয়ে-শাদীর জন্য কর্ম তৎপরতা আরম্ভ করেছি। আমার সামনে অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ইতঃপূর্বে আমি কখনও বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে এতবেশী দায়িত্ব নিজের উপর নিতাম না। কিন্তু কিছু দিন থেকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদেশ পেয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি দিচ্ছি এবং বুঝতে পারছি যে, এদিকে অনেক বেশী দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। জটিল সমস্যাও রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ও নিজের কাছে একটি রেজিস্টার রাখতেন, যাতে বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়েদের তালিকা প্রস্তুত করা ছিল। অনেক সময় উক্ত তালিকা দেখে হুযূর (আঃ) বিয়ের পরামর্শ দিতেন। অতএব, এ সুন্নতকে চালু রাখার জন্য এবং আল্লাহ্‌র আদেশকে পালনের জন্য আমি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি।

আল্লাহ্তাআলার বড়ই অনুগ্রহ। আল্লাহ্ কাজ করাচ্ছেন, করেও দিচ্ছেন। অনেক বিয়ের প্রস্তাব ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। অনেক প্রস্তাবই এমন চূড়ান্ত হয়েছে যা বাহ্যতঃ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ছেলে ও মেয়ের বয়স অনেক বেশী হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্র ফযলে তাদের বিয়ে ঠিক-ঠাক হয়ে গেল।

অনেক যুবকের জন্য পাকিস্তানে এখনও ভাল মেয়ে পাওয়া সম্ভব- যদি তারা নিজের 'মান মর্যাদা' অনেক বেশী উঁচু না-ও করেন- তবে সেখানেই তাদের জন্য ভাল মেয়ের প্রস্তাব পাওয়া সম্ভব। কিছুদিন পূর্বে এ বিষয়ে আমি যে ঘোষণা দিয়েছিলাম তা ভুল বুঝার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

অনেক অনেক বেশী ছেলেমেয়ের বিয়ের জন্য এখানে আমাকে লেখা হচ্ছে। অনেকে লিখেছেন-" ছেলে ম্যাট্রিক পাশ,আই,এ পাশ, বি.এ ফেল কিন্তু খুবই ভাল ছেলে, সুন্দর সুঠাম দেহি যুবক; হুযূর, শীঘ্রই বিদেশে আমার ছেলের জন্য বিয়ের ব্যবস্থা করুন।" মেয়েদেরও তদ্রূপ অবস্থা - আমি কবে বলেছিলাম যে, এমন সব ছেলে-মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা আমি এখানে বৃটেনে করে দেব। আমি কখনও তেমন বলি নি।

পাকিস্তানে এখন রিশ্তানাতা বিভাগকে অনেক বেশী সতেজ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ হাফেয মোজাফফর সাহেবও ভাল কাজ করছেন। রিশ্তানাতা বিভাগও খুব ভাল কাজ করছে। অনেক বড় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করবেন না। **মান-মর্যাদা অনেক উপরে নির্ধারণ করবেন না। মেয়েকে বিয়ের বয়স হবার সাথে সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়াই উত্তম। যদি অযথা মেয়ের বিয়ে দিতে দেরী করা হয় তবে এর জন্য মা-বাবা দায়ী হবেন।**

আমীর সাহেবদের উচিত লাজনা ইমাইল্লাহ্, আনসারুল্লাহ্ প্রভৃতি সংগঠনের সহযোগিতা নিয়ে রিশ্তানাতার কাজকে তরান্বিত করা।

রিশ্তানাতার কাজে সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি বড় সমস্যা এই যে, আপনারা ছেলের নাম পাঠান না, কেবল মেয়ের নাম আসে যে, মেয়ের বিয়ের প্রয়োজন। ছেলেদের নাম পাঠানো হয় না। ছেলেরা নিজের মনমত বিয়ে করবে আর মেয়েদের দায়িত্ব আমার কাঁধে। এতো ইনসাফ বা ন্যায়-বিচার হোল না। আপনারা ছেলেদের নাম বিবরণসহ দিবেন, মেয়েদেরও নাম বিবরণসহ দিবেন। তাহলে বিয়ে ঠিক করতে বা প্রস্তাব বিবেচনা করতে আমার জন্য সুবিধা হবে।

অনেক ক্ষেত্রে ছেলের পিতা-মাতা ছেলের বিয়ের জন্য উদ্যোগী বা উৎসাহিত হয় না অথচ ছেলের বিয়ের বয়স হয়েছে, উপার্জনও করছে, তারা বিলম্ব করতে থাকে যে, ছেলেই তো, ব্যস্ত হবার কী আছে।

ছেলেদেরও যথা সময়ে বিয়ে হওয়া উচিত। **আমার অভিজ্ঞতা এই যে, ছেলেদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে গেলে, সে ছেলে-মেয়ে (স্বামী-স্ত্রী) উভয়েই অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত যৌবন উপভোগ করতে পারে।**

আজকাল যেখানে যুবকরা বিদেশে বিয়ে করার আশা নিয়ে বিদেশে যেতে চায়, এ ব্যাপারে আমি বলেছি, অনেকের বিবরণ এমন যে, বিদেশী মেয়েরা এমন ছেলেকে গ্রহণ করতে পারবে না। এখানে আমার সাথে সাক্ষাতের সময়ও এমন অনেক ছেলে আমি দেখি, যারা মনে মনে এদেশে বিয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আমার তো কোন আপত্তি নেই যে, কেউ ট্যাক্সী চালায়। আমি তো নিজেও এটাকে সম্মানজনক উপার্জন মনে করি। নিজ হাতে উত্তম উপার্জন। কিন্তু যদি ছেলে শিক্ষিত না হয় তবে তো বড় অসুবিধা। এদেশের মেয়েরা অশিক্ষিত ছেলেদের সাথে বিয়েতে মোটেই রাজি হয় না। তার উপর যদি কারো ঠিকানাও না থাকে তবে মেয়েরা কীভাবে রাজি হবে। মেয়েদেরও মন আছে। তারা এখানে ভাল অবস্থায় বড় হয়েছে। তাদের জন্যও 'কুফুব্' মিলতে হবে।

এখানে আরো একটি নসীহত আছে। অনেকে এসব দেশে থাকে, আয় উপার্জন করে, কিন্তু কোন কারণে বিয়ে করেছে পাকিস্তানে। হয়ত মা-বাবার কারণে বা কোন কারণে বিয়ের সময় মেয়ে পক্ষকে আশ্বাস দিয়েছে যে, কিছু দিন পরে স্ত্রীকে নিয়ে আসবে বিদেশে। কিন্তু পরে আর স্ত্রীকে বিদেশে নিজের কাছে আনতে চায় না। এমন অনেক ঘটনা আমার সামনে রয়েছে। বিভিন্ন দেশে আছে বিশেষ করে জার্মানীতে এমন ঘটনা বেশী ঘটেছে। **আমীর সাহেবের কর্তব্য এমন যুবকদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে যেন সতর্ক করে দেন। তারা যেন অঙ্গীকার রক্ষা করে। ধোঁকা দেয়া তো জায়েয নয়। এটা সত্যবাদিতার বিপক্ষে। এমন অবস্থায় তাদেরকে জামাত থেকে বহিষ্কারও করা হ'তে পারে।**

এতে করে আর এক সমস্যা দেখা দিতে পারে যে, এদের বিবাহিতা পরিত্যক্ত স্ত্রীরা কোথায় যাবে ? সে রকম ছেলেরাতো এসব দেশে নিজেরাই বিয়ে করে নেয়। জামাতের বাইরে অ- আহমদী মেয়েদেরকে বিয়ে করা জায়েয কিন্তু অ- আহমদী মেয়ে বিয়ে করার ক্ষতি দু'ধরনের হতে পারে। প্রথমতঃ সন্তানের ভবিষ্যৎ। অ- আহমদী বা অমুসলিম মেয়ের সন্তানরা অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে

গিয়ে থাকে। আরো একটা সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দেয়। পাকিস্তান থেকে এমন খবর পাওয়া যায় যে, অনেক সময় আহমদী মেয়ে নিজের মর্জি মত অ-আহমদী ছেলের সাথে বিয়ে করে বসে পরে পিতামাতার জন্য বিরাট বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মা-বাবার মৌন সম্মতিও থাকে। এমতাবস্থায় পুরো পরিবারকে নেযামে জামাত থেকে বহিষ্কারের শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু সমস্যা এই যে, এমন পথভ্রষ্ট মেয়ে কিছু কাল পরে কাঁদতে কাঁদতে মা-বাবার কাছে ফেরত এসে যায়। খুব কমই এমন হয় যে, এহেন বিয়ে সফল হয়, সফল হয় না। অর্থ এই যে, তারা কাঁদতে কাঁদতে ফেরত এসে যায় এবং নিজেদের ধর্মীয় অবস্থানকে আবার ঠিক করে নেয়, তারাও এক প্রকার সফলতা লাভ করে।

কোন কোন মেয়ে এমনও হয় যে, অমুসলিম যুবকের সাথে বিয়ে করে বসে। আমার জানা আছে, কোন মেয়ে শিখের সাথে, কোন মেয়ে নাস্তিকের সাথে, কোন মেয়ে হিন্দু প্রতিমা পূজারীর সাথে বিয়ে করেছে। এ সব মেয়েদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমার জানা মতে এরা সর্বদাই ব্যর্থতা ও মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করে। তাদের স্বামীদেরও ঐ একই দশা হয়। এ সব বহু পুরাতন ঘটনা এখন আর স্মরণ করতে চাই না। কিন্তু একটি নসীহত করতে চাই।

কোন মেয়ে যদি অ-আহমদী বা মুকায্যিব (সত্যকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যানকারী) বা মুকাফ্ফির (সত্যকে অস্বীকারকারী) যুবকের সাথে পালিয়ে গিয়ে থাকে - তার অর্থ এই নয় যে, ঐ দুষ্ট মেয়ের ধর্মভীরু বোনকে কোন আহমদী বিয়ে করবে না। কোন কোন ঘটনা এমন ঘটেছে। অথচ কুরআন করীমে আছে ঃ "**লা তাযিরু ওয়াযিরাতুম্ বিযরা উখরা** অর্থাৎ এক জনের (পাপের) বোঝা অন্য (কোন) জন বহন করবে না।" তবে হ্যাঁ, যদি পুরো পরিবারই নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে – তবে এমতাবস্থায় পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, সবাই নষ্ট হয়ে গেছে, যদি এমন হয় তবে সেখানে কখনও কেউ বিয়ে করবে না।

কিন্তু মা-বাবা যদি পবিত্র হন অন্য ভাই-বোনেরা যদি পবিত্র হয়, কেবল কোন এক মেয়ে যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তবে তার পবিত্র ভাই-বোনদের সাথে বিয়ে না করাও অনেক বড় পাপ এবং অন্যায়। কুরআন করীমের আদেশ হ'ল ঃ কোন বোঝা বহনকারী অন্যজনের বোঝা বহন করবে না।

অনেক সময় মা-বাবা বড়ই ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকেন-কিন্তু সন্তান নষ্ট হয়ে যায়, কোন সময় স্ত্রীর কারণে, কোন সময় অন্য কোন কারণে। অনেক

সময় মা-বাবা উভয়েই পুণ্যবান হয়ে থাকেন। কোন নবীর স্ত্রী-ও বিপদগামী হয়েছে। কোন কোন নবীর সন্তানও বিপদগামী হয়ে গেছে। কুরআন শরীফে এর উল্লেখ আছে- আম্বীয়ায়ে কেরামের চেয়ে উত্তম তরবিয়ত আর কেউ করতে পারে না, কিন্তু যদি কোন গৃহে খুব ভাল তরবিয়ত হয়ে থাকে কিন্তু কোন বিশেষ কারণে একটি মেয়ে নষ্ট হয়ে যায় তবে ঐ একটি মেয়ের কারণে অন্যসব ন্যায়পরায়ণ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ভাই-বোনদের সাথে বিয়ে না করা খুবই বড় অন্যায় এবং পাপ। এমন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

বিদেশে বিয়ের আকাঙ্ক্ষা করে অনেকে লিখেছেন। এদের সম্পর্কে আমি বললাম। আমি কখনও বলি নি যে, সবাইকে বাইরে ডেকে এনে বিয়ে করানো হবে। হ্যাঁ, কিছু কিছু যুবক আছে যাদের বিবরণ খুব ভাল, তাদেরকে বাইরে ডেকে আনাও হ'তে পারে। আর এভাবে এদেশের মেয়েদের বিয়ের সমস্যার সমাধানও হ'তে পারে। এটা একটা পৃথক বিষয়।

বেকারত্ব দূরীকরণ এবং বিয়ে-শাদী দু'টো পৃথক সমস্যা। উভয়কে এক করে দেখা ঠিক হবে না। দুটোর জন্য পৃথক পৃথক দফতর আছে। উমুরে আম্মা আছে আরো অন্যান্য দফতর আছে। যাদের নিজ স্থানেই তাদের জন্য কর্ম সংস্থান করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু উভয় বিষয়কে পরস্পর মিলিয়ে দিবেন না। বেকারত্ব দূরীকরণ পৃথক সমস্যা। বিদেশে কাজ করতে আসতে চান তাদের জন্য নসীহত এই যে, **তারা টেকনিক্যাল কাজ শিখুন। যেমন কম্পিউটারে দক্ষতা, যাতে করে এসব দেশে ভাল চাকুরী পাওয়া যেতে পারে।** কোন মা-বাবা ছেলেদের বয়স হয়ে গেলেও তাদের জন্য চিন্তা করেন না। এতে তাদের জীবনের বড় ক্ষতি হয়ে যায়। অনেকে বড় ছেলের উপার্জন দিয়ে ছোট ছেলে-মেয়েদের খরচ মেটাতে চান। এটা বড়ই গুনাহ্‌র বিষয়। কোন সময় বড় বোনের উপার্জন দিয়ে ছোট ভাই-বোনদের খরচ পুরো করার চেষ্টা চালানো হয়। কোন কোন পরিবারের ছোট ভাই-বোনেরা আমাকে লিখেছে তাদের বড় বোনের সম্পর্কে যে- তাদের মা-বাবা বড় মেয়ের উপার্জন দিয়ে সংসার চালাচ্ছেন বড় মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন না। আমি এদেরকে বড় কঠোর ভাষায় আদেশ দিয়েছি- তারা যেন এমন না করেন। এরপর তারা আমার কথা শুনুন বা না শুনুন। ভাল প্রস্তাব পেলে সাথে সাথে যেন মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেন।

অনুরূপভাবে অনেকে মান-মর্যাদা নিয়ে বসে আছেন। তাদের মর্যাদা অনুসারে (বিয়ের) প্রস্তাব পাচ্ছেন না। মেয়েরা বড় হয়ে যাচ্ছে আর মা-বাবা

উঁচু মানের প্রস্তাব না পাওয়াতে বিয়ে দিচ্ছেন না। আপনারা নিজের মান এবং মর্যাদাও দেখুন। দেখে বুঝে বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করুন। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌তাআলা মেয়ের বাবাকে ওলী (অভিভাবক) নিযুক্ত করেছেন কিন্তু মা ওলী (অভিভাবক) সেজে বসেছেন। মা'র পসন্দই হচ্ছে না কোন ছেলে। আর সেখানে মেয়েরাও মায়ের প্রতি ভক্তি দেখাচ্ছে। এমন মেয়েরা ঘরে বসে বসে বুড়ী হবে- আমি এর কী ব্যবস্থা করতে পারি!

আপনারা যে মান নির্ধারণ করে বসে আছেন, অপর পক্ষও তো 'মান' বিচার করবে। যারা মেয়ে খুঁজছে তারাও তো কোন 'মান' নির্ণয় করবে। এক দিক থেকে একতরফা মান নির্ণয় করে বসে থাকা, এটা অনেক বড় পাপ। বরং বিয়ে-শাদীর জগতে ইহা একটি বড় অভিশাপ। এমন এককভাবে মান নির্ধারণ করাকে বর্জন করা উচিত। **ওলী (অভিভাবক) অবশ্যই পিতাকে বানানো হয়েছে। মাকে নয়। অতএব, পিতা যেখানে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন সেখানে মায়ের বিরোধিতা করা উচিত নয়। মেয়েকেও বুঝানো উচিত বাবা তোমার শত্রু নয়। আল্লাহ্‌ তাকে ওলী নিযুক্ত করেছেন। তিনি যেখানে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন সেখানেই তুমিও মত দাও।** নতুবা বসে বসে বুড়ী হয়ে যাবে - কেউ আর তোমাকে গ্রহণ করতে চাইবে না।

আমি সংক্ষেপে বিয়ে-শাদী সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিলাম। আমি মনে করি বর্তমান অবস্থায় এ কথাগুলো আপনাদের জানা খুবই প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশে আমি বিয়ে-শাদীর কাজে হাত দিয়েছি। সমস্যাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। আশা করছি আপনারা আমার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং জামাতের এ সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে। আল্লাহ্‌তাআলা নিজেই আমাকে সাহায্য করছেন। বড় সংখ্যায় বিয়ের প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত। যেমন অনেক সময় মা-বাবা ছোট শিশুদের বলেন, 'এটি তুলে দাও, তারপর সে নিজে হাতে ধরে তুল নিয়ে বলে, সাবাস বেটা! ঠিক তদ্রূপ এখান আল্লাহ্‌ বাহ্যতঃ আমাকে কাজ করতে বলছেন, অপর দিকে দেখছি যে, তিনি নিজেই সকল কাজ করে দিচ্ছেন। (১৯ জানুয়ারী, ২০০১ইং তারিখ, মসজিদে ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা)

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

বিবাহের খোৎবা

আলহাম্‌দু লিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাস্তা'ঈনুহূ ওয়া নাস্তগ্‌ফিরুহু ওয়ানু'মিনুবিহী ওয়ানাতাওয়াক্কালু 'আলায়হি ওয়া না'উযু বিল্লাহি মিন্ শুরুরি আনফুসিনা ওয়ামিন্ সাইয়্যি-আতি আ'মালিনা মাঁইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহূ ওয়া মাঁইয়্যয্‌লিল্‌হু ফালা হাদিয়ালাহ্। আম্মা বা'দু ফা'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌শায়ত্বানির রাজীম, বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম। ইয়া আইয়্যুহান্নাসুত্তাকূ রব্বাকুমুল্লাযী খলাকাকুম মিন্নাফ্‌সিঁওয়াহিদাতিন্ ওয়া খলাকা মিন্‌হা যাওজাহা ওয়া বাস্‌সা মিনহুমা রিজালান কাসীরাঁ ওয়া নিসাআ ওয়াত্তাকুল্লাহাল্লাযী তাসাআলূনা বিহী ওয়াল্ আর্‌হাম, ইন্নাল্লাহা কানা আলায়কুম রকীবা।

ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কূলু কাওলান্ সাদীদা, ইয়ুস্‌লিহ্‌লাকুম আ'মালাকুম ওয়া ইয়াগফির্‌লাকুম যুনূবাকুম ওয়া মাঁইয়্যুতিল্লাহা ওয়ারসূলাহূ ফাকাদ ফাযা ফাওয়ান্ 'আযীমা। ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা, ওয়ালতানযুর নাফ্‌সুম্‌মা কাদ্দামাত লিগাদ্, ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নালাহা খবীরুম বিমা তা'মালূন।

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর কাছে আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাঁর প্রতি ঈমান আনি, তাঁর ওপরই ভরসা রাখি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির প্ররোচনা হ'তে ও নিজেদের খারাপ কাজ হ'তে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ্ যাকে সৎপথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন, তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না।

অতঃপর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ্‌র নিকট বিতাড়িত শয়তান হ'তে। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত দানকারী ও বার বার কৃপাকারী।

"হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং উহা হ'তে উহার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এবং উভয় হ'তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন, এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন কর, এরূপে আত্মীয়তার বন্ধনের ক্ষেত্রেও। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষণকারী" (সূরাতুন্ নিসা ঃ ২)।

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং সরল-সুদৃঢ় কথা বল। (ফলে) আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধিত করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে চলবে সে নিশ্চয় মহা সাফল্য অর্জন করবে" (সূরাতুল আহ্‌যাব ঃ ৭১-৭২)।

"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্যে সে অগ্রে কি প্রেরণ করেছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন" (সূরাতুল হাশর ঃ ১৯)।